ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ধুম ৪'-এ খল চরিত্রে রণবীর!

পৃঃ ৫

নেইমারের জন্য ধৈর্য ধরতে বলে দল ঘোষণা ব্রাজিলের

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৭১ ● কলকাতা ● ১৭ আশ্বিন, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০৪ অক্টোবর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে টিএমসিপি-

ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের মধ্যে পড়েন রাজ্যপাল

বেবি চক্রবর্ত্তী, কলকাতা : নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজস্ট্রিট ক্যাম্পাসে বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আসার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ঢোকামাত্রই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয় রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে। এই নিয়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। বিশ্ববিদ্যালয় ঢুকতেই টিএমসিপি-র সদস্যদের বিক্ষোভের মধ্যে পড়েন রাজ্যপাল। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে এসে কোন রকমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। এই ঘটনায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ দাবি করেছে রাজ্যপাল কোনরকম নিয়ম না মেনে একজন উপাচার্যকে একেবারে অবৈধভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বসিয়ে রেখেছেন। এমনকি পূর্ণ সময়ের জন্য কোন উপাচার্য না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠান করা যাচ্ছে না।

এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচডি ডিগ্রি প্রাপকদের হাতে মানপত্র তুলে দিতে বিশেষ একটি আয়োজন করা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের কলেজ স্ট্রীট ক্যাম্পাসে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বিশ্ববিদ্যালয় গিয়েছিলেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ঢোকার সময় রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে গো ব্যাক স্লোগান এবং কালো পতাকা দেখানো হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অস্বস্তিতে পড়ে।

এরপর ৩ পাতায়

মণিপুরে সহিংসতা;

নিহত ৩, আহত ৪০

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্য মণিপুরে নতুন করে স্বয়ংসতার ঘটনায় তিনজনের প্রাণহানির ঘটনা ঘটলো। ভারত সরকারের 'স্বচ্ছ অভিযান' (পরিচ্ছন্নতা অভিযান) এর অঙ্গ হিসাবে একটি বিতর্কিত জমি পরিষ্কারকে কেন্দ্র করে বুধবার এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে রাজ্যটির উখরুল জেলায়। উখরুলের হুনফুন ও হাংপাং গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যেই এই সহিংসতার ঘটনা ঘটে। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে স্থায়ী হয় এই সংঘর্ষ। দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলির ঘটনাও ঘটে। আর তাতেই মৃত্যু হয় তিনজনের। আহত হয় কমপক্ষে ৪০ জন। নিহতদের মধ্যে একজন মণিপুর রাইফেলসের সদস্য রয়েছেন। ওরিনমি থুম্বরা নামে নিহত ব্যক্তি ৬ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সদস্য, সে লুজ্বর গ্রামের বাসিন্দা। বাকিরা হলেন রিলেইউং হংগ্রে এবং সিলাস জিংখাই। তারা উভয়েই

এরপর ৩ পাতায়

আরজি করের নির্যাতিতার শরীরে

অন্তত ২৪টি আঘাত, দাবি সিবিআই সূত্রে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শরীর জুড়ে বেধড়ক মারের চিহ্ন থাকে, তেমনই অজস্র ক্ষতচিহ্ন ছিল আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক-পড়ুয়ার দেহে। যা কারও 'একার পক্ষে করা অসম্ভব' বলে সিবিআই তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি। চিকিৎসক পড়ুয়াকে খুন করাই আততায়ী বা আততায়ীদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীরা মনে করছেন। তদন্তকারী-সূত্রের দাবি, চিকিৎসক পড়ুয়ার মাথা একাধিক বার প্রবল ভাবে ঠুকে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। সেই রক্তই হয়তো কাপড়ে রয়েছে। রিপোর্টে বেশ কিছু গুরুতর আঘাতের প্রসঙ্গ পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে তদন্তকারীদের অভিযোগ।

একই সঙ্গে তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি, আর জি করের চেস্ট মেডিসিন বিভাগের সেমিনার কক্ষটির 'ক্রাইম সিন' বা অপরাধের ঘটনাস্থলও চিকিৎসক-পড়ুয়ার দেহের আঘাতের চিহ্নের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। প্রশ্ন উঠছে, ওই রকম প্রবল আক্রমণের পরেও কী ভাবে সেমিনার কক্ষের জিনিসপত্র ওলটপালট হয়নি! এমনকি মৃতার মাথার পিছনে মোবাইল, ল্যাপটপ, ডায়েরির একটি পাতা ও ভাঙা চশমাও সুচারু ভাবে সাজিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

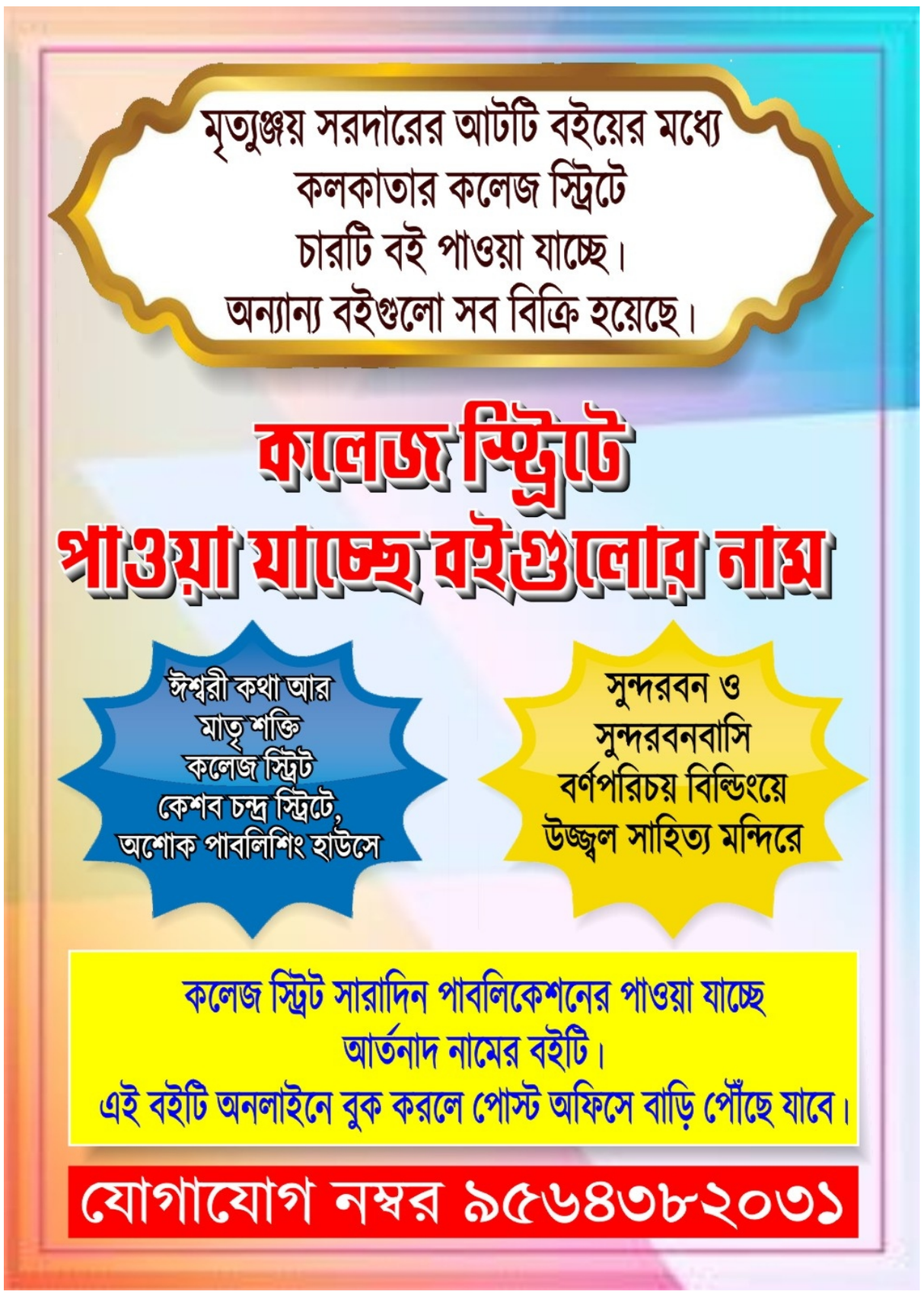

এবার 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী' নিয়ে

বিতর্কিত মন্তব্য মোদীর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের ঝাড়খণ্ড রাজ্যে নির্বাচনের আগে বারবার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসছে বিজেপি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বুধবার ঝাড়খণ্ডে এক জনসভায় বলেছেন যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে ওই রাজ্যে।

এর আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার মতো বিজেপি নেতারা একাধিকবার মন্তব্য করেছেন যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই ঝাড়খণ্ডের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। আদিবাসী-মূলবাসীরা অদূর ভবিষ্যতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন, এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেছেন বিজেপি নেতারা।

বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের 'উইপোকা' অভিহিত করা বা 'খুঁজে বার করে করে বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ' করার হুমকিও দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহসহ বিজেপির শীর্ষ নেতারা।

বেশিরভাগ সময়েই বাংলাদেশ সরকার ওইসব মন্তব্যের পরেও জোরালো প্রতিবাদ জানায়নি। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের এক জনসভায় অমিত শাহর মন্তব্যের আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ঢাকায় ভারতের উপ-রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়ে প্রতিবাদ নোট দিয়েছে বাংলাদেশ।

এভাবে প্রতিবাদ জানানো অতি বিরল ঘটনা বলে মনে করেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা।

ভোট এলেই অনুপ্রবেশকারী ইস্যু?

এখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ঝাড়খণ্ডের জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে-এই মন্তব্য করার পরে বাংলাদেশ সরকার কী প্রতিক্রিয়া দেয় বা আদৌ কিছু বলে কি না, তা এখনও জানা যায়নি।

তবে মোদীসহ বিজেপি নেতাদের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে বারবার মন্তব্য করা নিয়ে সরব হয়েছে ঝাড়খণ্ডের ক্ষমতাসীন জোট।

তারা প্রশ্ন তুলছে ঝাড়খণ্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ২৪ বছরের মধ্যে ১৬ বছরই ক্ষমতায় ছিল বিজেপি সরকার। যদি সত্যিই অনুপ্রবেশ হয়ে থাকে, তারা এতদিন কেন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের ইস্যুটা সামনে আনেনি? কেন ভোটের আগে বিষয়টা তোলা হচ্ছে বিজেপির তরফে?

বিজেপি পশ্চিমবঙ্গ ও আসামসহ বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যগুলিতে নির্বাচনের সময়ে অনুপ্রবেশের ইস্যু সামনে নিয়ে আসে।

বিশ্লেষকরা মনে করেন যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের কথা বলে আসলে তারা হিন্দুভোট মেরুকরণের চেষ্টা করে।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা ব্যক্তিদের জন্য দুটি পৃথক শব্দ ব্যবহার করে বিজেপি। সেদেশ থেকে আসা ব্যক্তি বা পরিবার যদি হিন্দু হয়, তাহলে তাকে শরণার্থী বলা হয় আর সেই ব্যক্তির ধর্মীয় পরিচয় যদি হয় মুসলমান, তাহলে তাকে অনুপ্রবেশকারী বলা হয়।

তাই বার বার বাংলাদেশি 'অনুপ্রবেশকারী' শব্দটা বলে আসলে বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে আসা মুসলমানদেরই লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেন বিজেপি নেতা-নেত্রীরা।

কী বলেছেন নরেন্দ্র মোদী

ঝাড়খণ্ডের নির্বাচনের আগে বিজেপি'ও পরিবর্তন যাত্রা' নাম দিয়ে যে র‍্যালি করেছে, তার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে বুধবার হাজারিবাগে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। মোদীর ওই ভাষণ পুরোটাই রয়েছে তার আনুষ্ঠানিক এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডেলে।

রাজ্যের ক্ষমতাসীন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা ও কংগ্রেসের জোট সরকারের উদ্দেশে মি. মোদী বলেন, "যারা সরকার চালাচ্ছে, তারা ঝাড়খণ্ডের পরিচয়ই বদলে দিতে চায়, তারা ঝাড়খণ্ডের শতাব্দী প্রাচীন নিজস্বতা ধ্বংস করে দিতে চায়। এদের কর্তৃত্ব যাদের হাতে সেই কংগ্রেস চায় ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী সমাজকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করতে। তারা জানে যে চিরকাল তারাই আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা করে এসেছে, কোনওদিন তাদের সামনের সারিতে আসতে দেয়নি। তাই ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা নতুন ভোটব্যাঙ্ক তৈরি করতে চাইছে।"

সাঁওতাল পরগণার উদাহরণ দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন যে সেখানে "আদিবাসী জনসংখ্যা ক্রমাগত কমছে, অন্যদিকে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা সমানে বেড়ে চলেছে।"

"জনবিন্যাসে বিপুল পরিবর্তন হচ্ছে, আদিবাসী আর হিন্দুদের সংখ্যা কমেছ। আপনাদের কাছে জানতে চাই ঝাড়খণ্ডে এই পরিবর্তন আপনাদের চোখে পড়ছে কি পড়ছে না? বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা বাড়ছে কি বাড়ছে না?" প্রশ্ন তোলেন নরেন্দ্র মোদী।

জনসভায় উপস্থিত মানুষের উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর আরও প্রশ্ন, "বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এখানে জমি দখল করছে কি না? ঝাড়খণ্ডের নারীদের, আদিবাসী নারীদের তারা নিশানা করছে কি না? আপনারা এই বিপদ দেখতে পাচ্ছেন, জনবিন্যাসে এই বদল দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু ঝাড়খণ্ড সরকারের চোখে পড়ছে না"

জনবিন্যাস সত্যিই বদলাচ্ছে?

ক্ষমতাসীন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা-কংগ্রেস জোট বলছে বারবার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ এনে আদিবাসীদের মধ্যে মেরুকরণের চেষ্টা করছে বিজেপি।

তাদের কথায়, ২৪ বছর হয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৬ বছরই ক্ষমতায় ছিল বিজেপি। তখন কেন বিজেপি জনবিন্যাসের বদলের প্রসঙ্গ তোলেনি?

ঝাড়খণ্ডের আদিবাসী অধিকার রক্ষায় সরব অ্যাক্টিভিস্ট-সাংবাদিক দয়ামণি বার্লা সম্প্রতি কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন।

বিবিসি বাংলাকে তিনি বলছিলেন, "জনবিন্যাসে বদল ঘটছে, সেটা কি বিজেপির এখন মনে হলো? এই রাজ্যের জন্ম হয়েছে ২৪ বছর হলো, তার মধ্যে বিজেপিই তো ১৬ বছর রাজত্ব করেছে। যদি সত্যিই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এখানে এসে থাকেন, সেটা তাদের সরকার আটকাতে পারেনি কেন?"

"আবার সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বও তো কেন্দ্রীয় সরকারের। তাদের বিএসএফ কী করছে? এইসব প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মেরুকরণ করার চেষ্টায় বারবার অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গ তুলছে বিজেপি," বলছিলেন মিজ. বার্লা।

তার কথায়, "এটা ঠিকই আদিবাসী সমাজের বহু মানুষ জমি-জঙ্গল হারাচ্ছেন। কিন্তু কাদের কাছে? কারা আদিবাসীদের বাস্তুচ্যুত করছে? কেন্দ্রীয় সরকারের ঘনিষ্ঠ শিল্পপতিরাই তো জোর করে আদিবাসী জমি দখল করছে। কয়লা খনি অঞ্চলে আদিবাসী সংখ্যা কমেছে ঠিকই। কিন্তু তাদের জমি তো হয় উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নামে অথবা বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলির কারখানা ইত্যাদি বানানোর জন্য কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সেই দায় কার?"

দয়ামণি বার্লা আরও বলছিলেন যে জমি-জঙ্গল হারিয়ে বহু আদিবাসীই এখন পরিযায়ী হয়ে কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে গেছেন। সেই পরিসংখ্যান থেকে এরকম একটা ভুল ব্যাখ্যা খাড়া করা হচ্ছে যে আদিবাসীরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বেন ভবিষ্যতে। যে ব্যাখ্যা, মিজ. বার্লার মতে রাজনীতির জন্য করছে বিজেপি।

স্থানীয় সাংবাদিকরা বলছেন যে ঝাড়খণ্ডে বহু বাংলাভাষী মুসলমান বাসিন্দা রয়েছেন। তারা সেখানকারই আদি বাসিন্দা। বাংলায় কেউ কথা বলছে দেখলেই তারা বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বলে মনে করা হয় অনেক ক্ষেত্রে। সেটা অনুচিত।

নিহত ছাত্রটির অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করার দাবিতে

আন্দোলন করতে গিয়ে লালবাজারের হাতে গ্রেপ্তার হলেন বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা: নিউজ সারাদিন : গ্রেফতার রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, বাঁশদ্রোণী থেকে নিয়ে যাওয়া হল লালবাজারে।বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় কে গ্রেফতার করে পুলিশ।ঘটনা প্রসঙ্গে যানা যায় বাঁশদ্রোণীতে পথ দুর্ঘটনায় পড়ুয়ার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বুধবার রাত থেকে ধর্নায় বসে ছিলেন বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। একই রকম ভাবে বৃহস্পতিবারও থানা চত্বরেই ধর্নায় অনর ছিলেন রূপা। তিনি জানিয়েছিলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হচ্ছে ততদিন তিনি এই ধর্নাবস্থানে অনর থাকবেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় কে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবং বাঁশদ্রোণী থেকে সকাল তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে লাল বাজারে।বুধবার সকালে বাঁশদ্রোণীতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রের।কোচিং সেন্টারে যাওয়ার পথে একটি জেসিবি মেশিন তাকে পিষে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ছাত্রকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয়রা রাস্তা আটকে বিক্ষোভ শুরু করেন।দুর্ঘটনাটি ঘটে কলকাতা পুরসভার ১১৩ নম্বর ওয়ার্ডে। কয়েক দিন ধরে ওই এলাকায় রাস্তার মেরামতির কাজ চলছিল, আর সেই কাজের জন্যই সেখানে একটি জেসিবি রাখা ছিল। বুধবার সকালে যখন নবম শ্রেণির ছাত্রটি কোচিং সেন্টারে যাচ্ছিল, তখন মাটি কাটার সময় জেসিবিটি তাকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই গাড়ির নিচে পিষ্ট হয়ে যায় ওই ছাত্র। দফায় দফায় সংঘর্ষ বাঁধে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। আজ ঠিক হবে আন্দোলনের রূপরেখা এরই মধ্যে লালবাজার বিজেপি নেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কর্মী-সমর্থকেরা।থানায় পৌঁছালে রূপা কে গ্রেফতার করে।

শিয়ালদহ রেলস্টেশনে নাম পরিবর্তন হতে চলেছে

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : ভারতের রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শিয়ালদহে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, একাধিক ট্রেনের কোচ বাড়ানো হয়েছে, যাতে অনেক বেশি যাত্রী যাতায়াত করতে পারে। তিনি জানান, শিয়ালদহ স্টেশনে ক্যাপাসিটি বাড়ানোর জন্য প্ল্যাটফর্ম ও রেল কোচ বাড়ানোর দরকার ছিল। এবার সেখানে তিন লক্ষ অতিরিক্ত যাত্রী চলাচল করতে পারবে। এছাড়াও আজিমগঞ্জ কাশিমবাজার ট্রেন চালুর কথাও জানিয়েছেন তিনি।এদিনের অনুষ্ঠানেই স্টেশনের নাম পরিবর্তনের দাবি জানানো হয়েছে বঙ্গ বিজেপির তরফে। বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য জানান, রেলমন্ত্রীকে সেই দাবি জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, মানুষের রক্তাক্ত ইতিহাস জড়িয়ে আছে। সর্বস্বান্ত হওয়া মানুষ একদিন এসে ভিড় করেছিলেন শিয়ালদহ স্টেশনে। সেদিন যাঁর তত্ত্বাবধানে,এই স্টেশন তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাই আজ রেলের একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আমাদের দাবি জানিয়েছি। তিনি বলেছেন, 'আমি বিষয়টা দেখব।'" বিজেপির দাবি, শিয়ালদহ স্টেশনের নাম বদলে করা হোক শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

মহারাষ্ট্রে শরিকদের সঙ্গে আসনরফা

প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলল বিজেপি, এখনও আলোচনায় ব্যস্ত বিরোধীরা

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : গত দুবছরে দেশের যে রাজ্যটিতে সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে সেটি হল মহারাষ্ট্র। রাজ্যের অন্যতম বড় দুটি রাজনৈতিক দল দুভাগ হয়ে দুই শিবিরে বিভক্ত। স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভা নির্বাচনের আসন সমঝোতার কাজটি বেশ দুরূহ ব্যাপার। সেই দুরূহ কাজটি অনেকটা এগিয়ে ফেলল বিজেপি। বিজেপি যেখানে মোটামুটিভাবে আসনরফা সম্পন্ন করে ফেলেছে, সেখানে অনেকটাই পিছিয়ে বিরোধী শিবির। এখনও প্রাথমিক আলোচনার স্তরেই রয়েছে তাঁদের আসনরফা। মোটামুটি ভাবে ১৫০ আসনে কংগ্রেস, শিব সেনার উদ্ধব শিবির এবং এনসিপির অজিত শিবির প্রাথমিকভাবে ঐক্যমত হলেও আরও ১৩০ আসন নিয়ে আলোচনা বাকি।

উল্লেখ্য, সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে (Lok Sabha 2024) মহারাষ্ট্রে অভাবনীয়

এরপর ৩ পাতায়

ধান্যকুড়িয়ার বল্লভ

রাজবাড়ির দিঘির পাড়ে ঠাকুর - চাকরদের ঘরগুলি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট লোকসভার অন্তর্গত ধান্যকুড়িয়ার বল্লভ রাজবাড়ি। যেটিকে স্থানীয়ভাবে 'পুতুল বাড়ি' বলা হয়। ঐতিহাসিক এবং স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন আছে এখানে। এই রাজবাড়িটি দ্বি-তল বিশিষ্ট এবং ছাদের উপর শোভা পাচ্ছে আকর্ষণীয় মূর্তি। যা ভারতীয় এবং ইউরোপীয় স্থাপত্যের অপূর্ব মিশ্রণ ও মেলবন্ধন।কিন্তু প্রাসাদ প্রমান বাড়িটির পাশের দিঘি সহ ঠাকুর চাকরদের থাকার বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। একদিকে যখন ঢাকের বাদ্যি বেজে ওঠে, তখন অপরপ্রান্তে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঘন জঙ্গলে ঝিঁঝিঁ পোকা দিনের বেলায়ও কর্কশ শব্দে ডাকতে থাকে অনবরত। পুরনো ইটের দেওয়াল গুলি অনেক কিছু বলতে চায়। কিন্তু কান পেতে সোনার মানুষের হয়তো অভাব। ইতিহাসের সাক্ষী এই সব বাড়িগুলি রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধীরে ধীরে ধ্বংসাবশেষের পথে অনুগামী। কে ভাববেন এদের কথা? সেটাই এখন লাখো টাকার প্রশ্ন। রাজবাড়ির (Rajbari) ভিতরে প্রবেশ করলে মিলবে এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। রাজবাড়ির মধ্যে প্রবেশের জন্য একটি ছোট, সরু করিডোর পেরোতে হয়, যা একটি বড় উঠানের দিকে খোলে। উঠানের একপাশে রয়েছে বিশাল ঠাকুরদালান। সেই ঠাকুরদালানের মধ্যে রয়েছে বড় একটি ঝাড়বাতি। এই ঠাকুরদালান আর তার

এরপর ৪ পাতায়

স্বচ্ছ ভারত মিশনের দশম বর্ষপূর্তিতে দেশ-বিদেশের নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তা প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে

নয়াদিল্লি, ২ অক্টোবর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : স্বচ্ছ ভারত মিশনের দশম বর্ষপূর্তি এবং এর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বিশ্বের বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মতে, ভারতের এই পরিচ্ছন্নতা অভিযান এক কথায় দেশের ভাবমূর্তিকেই বদলে দিয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও পরিচ্ছন্নতার এই অভিযান সফল হয়েছে মূলত প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর চিন্তাভাবনা প্রসূত পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহানির্দেশক ডঃ টি এ গ্যাব্রিসাসের মন্তব্য তুলে ধরে সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় শ্রী মোদী বলেছেন যে স্বচ্ছ ভারত মিশনের দশম বর্ষপূর্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মপ্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ডঃ গ্যাব্রিসাস। এই উদ্যোগ ও কর্মসূচিকে পরিবর্তনশীলতার এক পরাকাষ্ঠা বলে বর্ণনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহানির্দেশক বলেছেন যে নিরন্তর উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়ার এ হল এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও পদক্ষেপ যা দেশের সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে অপরিচ্ছন্নতামুক্ত এবং সুস্থতর এক ভারত গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট শ্রী অজয় বাঙ্গারের শুভেচ্ছা বার্তা সমাজমাধ্যমে তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্ভব করে তোলার মাধ্যমে ভারতের রূপান্তর প্রচেষ্টায় তাৎপর্যপূর্ণ একটি পদক্ষেপ যার নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং। অন্যদিকে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট শ্রী এম আসাকাওয়ার শুভেচ্ছা বার্তাও সকলের কাছে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী এম আসাকাওয়া স্বচ্ছ ভারত অভিযানকে সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ প্রশংসা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর। তিনি এই প্রচেষ্টাকে রূপান্তরধর্মী এক উদ্যোগ বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতের এই সাফল্যে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক যে বিশেষভাবে গর্বিত, একথাও তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট।

আধ্যাত্মিক নেতা শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর তাঁর শুভেচ্ছা বার্তায় উল্লেখ করেছেন যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের যে কর্মযজ্ঞ শুরু করেছিলেন ভারতের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, তাতে সাড়া দিয়ে দেশবাসী মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করেছেন। টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান শ্রী রতন টাটা তাঁর বক্তব্যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এছাড়াও, মাইক্রোসফ্ট-এর প্রতিষ্ঠাতা তথা কর্ণধার শ্রী বিল গেট্স-এর বক্তব্যকেও সমাজমাধ্যমে তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী। শ্রী গেট্স বলেছেন, স্বাস্থ্য তথা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর স্বচ্ছ ভারত মিশনের প্রভাব সত্যিই বিস্ময়কর।

১-ম পাতার পর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে টিএমসিপি-ছাত্র পরিষদের বিক্ষোভের মধ্যে পড়েন রাজ্যপাল

বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কোন বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্যপাল এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংঘাত চরমে। বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে বিরোধ চরমে ওঠে। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় যার জন্য শীর্ষ আদালতে মামলা করতে হয়। এই মামলার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব আদালত জানিয়ে দেয় সব বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে তিন মাসের মধ্যে। এমনকি কমিটি ও গঠনে কথা বলা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে সার্চ কমিটি গঠন হবে সেই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য তিনজন করে উপাচার্যের নাম বাচবে এবং তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠাবে। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী একজন করে বেছে নিয়ে অনুমোদনের জন্য রাজভবনে পাঠাবেন।

১-ম পাতার পর

আরজি করের নির্যাতিতার শরীরে অন্তত ২৪টি আঘাত, দাবি সিবিআই সূত্রে

রাখা ছিল বলে অভিযোগ। অন্যত্র খুন করে দেহ সেমিনার হলে সাজিয়ে রাখার বিষয়টিও তাই উড়িয়ে দেওয়া যায় না বলে তদন্তকারীদের অভিমত।তাঁদের প্রাথমিক অভিমত, তদন্তে ইচ্ছাকৃত ধোঁয়াশা সৃষ্টি করতেই ধর্ষণের ঘটনাটি সামনে আনা হয়েছে।

মৃতার সুরতহাল এবং ময়না তদন্তের রিপোর্ট অসম্পূর্ণ বলে তদন্তকারীদের সূত্রে গোড়া থেকেই দাবি করা হলেও প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার কয়েকটি সূত্র ধরে ধরে প্রকৃত ঘটনা উন্মোচনের চেষ্টা চলছে বলে জানা গিয়েছে। ময়না তদন্তের ভিডিয়োগ্রাফির আবছা, ত্রুটিপূর্ণ ছবিগুলি ফরেন্সিক পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণে করা হয়েছে। মৃতদেহের আশপাশ থেকে সংগৃহীত তথ্যপ্রমাণের ফরেন্সিক বিশ্লেষণও অপরাধের আসল ধাঁচটি মেলে ধরছে বলে তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি।আপাত ভাবে মৃতদেহের সামনের অংশে ১৫টি গুরুতর বাহ্যিক জখমের চিহ্ন মিলেছে বলে সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে।। মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের পরে ন'টি গুরুতর অভ্যন্তরীণ আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে। অথচ দেহের পিছনের অংশের আঘাতের উল্লেখ ময়না তদন্ত এবং সুরতহাল রিপোর্টে নেই। তদন্তকারীদের একটি সূত্র বলছে, দ্বিতীয় বার ময়না তদন্তের অবকাশ না থাকায় রিপোর্টে থাকা ক্ষতচিহ্নগুলির ছবি ফরেন্সিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে। তাতেই ওই খুনের ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির জড়িত থাকার আভাস মিলছে বলে তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি। ওই সূত্রটির দাবি, চিকিৎসক-পড়ুয়াকে কার্যত গণপিটুনির আদলে বেধড়ক মারা হয়। তদন্তকারী এক অফিসারের কথায়, 'বার বার প্রবল ভাবে মৃতার গলা টিপে 'থাইরয়েড কার্টিলেজ' গুরুতর জখম করার আভাস মিলছে। সাংঘাতিক বল প্রয়োগ করে ওই তরুণীর মুখ, নাকও চেপে ধরা হয়। এবং তার পরে দেহের উপরের অংশে আঘাত করা হয়। তখনই চোখ ও মুখের ভিতরে রক্তপাত হয়েছে।'

তদন্তকারীদের সূত্রে আরও দাবি, মৃতদেহের নীচে নীল রঙের তোয়ালের মতো একটি কাপড়ও তদন্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। সুরতহাল (ইনকোয়েস্ট) রিপোর্টে সেটির কথা বলা হয়েছে। ওই কাপড়ে থাকা রক্তের দাগের ফরেন্সিক রিপোর্ট বিশ্লেষণ করে নতুন কিছু সূত্র পাওয়া গিয়েছে তদন্তকারীদের দাবি। মৃতার ডান কানের পিছন থেকে কিছু রক্ত ওই কাপড়ে মিলেছে। কিন্তু পুরোটা স্পষ্ট নয়। প্রশ্ন উঠেছে, ওই কাপড়ে যতটা রক্ত মিলেছে, তার সবটাই কি কান থেকে? তদন্তকারীদের সূত্রটি জানাচ্ছে, অসম্পূর্ণ সুরতহাল এবং ময়না তদন্ত রিপোর্টে মৃতার দেহের পিছনে আঘাতের কথা বলাই হয়নি। তদন্তকারী-সূত্রের দাবি, চিকিৎসক পড়ুয়ার মাথা একাধিক বার প্রবল ভাবে ঠুকে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। সেই রক্তই হয়তো কাপড়ে রয়েছে। রিপোর্টে বেশ কিছু গুরুতর আঘাতের প্রসঙ্গ পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে তদন্তকারীদের অভিযোগ।

এবার দুর্নীতি মামলায়

গ্রেফতার সন্দীপ 'ঘনিষ্ঠ' সেই আশীস পান্ডে

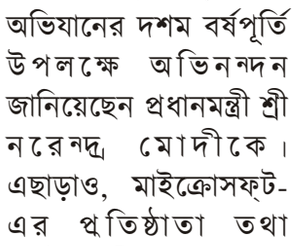

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় এবার গ্রেফতার হলেন আশিস পান্ডে। সন্দীপ 'ঘনিষ্ঠ' তৃণমূল নেতাকে আগেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল সিবিআই। বৃহস্পতিবার তাঁকে গ্রেফতার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে ৫ জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই।

কেন ওইদিন হোটেলে চেক ইন করেছিলেন তৃণমূল নেতা? ১০ তারিখ তিনি হোটেলে থেকে বের হন কখন? কী উদ্দেশ্য দেখিয়ে তিনি ছিলেন হোটেলে? হঠাৎ সেদিন হোটেল ভাড়া করে থাকার কী কারণ? আশিসের পরিচয়, ঠিকানা ও যাবতীয় তথ্য জানতে হোটেল কর্মীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই।আশিস পান্ডে আরজি কর হাসপাতালের থ্রেট সিন্ডিকেটের অন্যতম মাথা ছিলেন বলেই অভিযোগ। জানা গিয়েছে, তিনি প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। গত ২৫ শে সেপ্টেম্বর আরজিকর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিয়োজিত তদন্ত কমিটির সামনে আশীষ পান্ডে হাজির হওয়ার পর বেরিয়ে আসার সময় তাকে ঘিরে চোর চোর স্লোগান দেয় আন্দোলনকারীরা। তিনদিন আগে তদন্ত কমিটির প্রাথমিক রিপোর্টে তার বিরুদ্ধে 'থ্রেট কালচারের' সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের রিপোর্ট জমা পড়ে।সূত্রের খবর, সন্দীপ ঘোষের ডান হাত ছিলেন আশিস পান্ডে। চিকিৎসক অভীক দে-এরও ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন তিনি। ৯ অগাস্ট আরজি করে উদ্ধার করা হয় তরুণী চিকিতসকের দেহ। সেদিনই বিধাননগর এলাকার একটি হোটেলে এসে উঠেছিলেন আশিস পান্ডে।

২ পাতার পর

মহারাষ্ট্রে শরিকদের সঙ্গে আসনরফা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলল বিজেপি, এখনও আলোচনায় ব্যস্ত বিরোধীরা

সাফল্য পেয়েছে বিরোধী জোট মহা বিকাশ আগাড়ি। ৪৮ আসনের মধ্যে আগাড়ির দখলে এসেছে ৩০ আসন। বিজেপি জোট পেয়েছে মাত্র ১৭ আসন। কিন্তু লোকসভাতেও বিরোধী শিবিরের জোট মসৃণ ছিল না। বিধানসভায় সেটা না হলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। উদ্ধবের এই মুখ্যমন্ত্রীর মুখ ঘোষণার দাবি জটিলতা বাড়াতে পারে।বিরোধীরা যেখানে এখনও আসন সমঝোতা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনার স্তরে, সেখানে শাসক জোট আসন সমঝোতা কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছে বলে খবর।

১-ম পাতার পর

মণিপুরে সহিংসতা; নিহত ৩, আহত ৪০

হুনফুন গ্রামের বাসিন্দা। বুধবার উখরুল শহরের এনগাফার থেকে থিংরাসা পর্যন্ত বিতর্কিত জমির একটি ফালিতে এই পরিচ্ছন্নতা অভিযানের আয়োজন করেছিল 'থাওয়াইজাও হুংপুং ইয়ুথ স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন' (এঞঐণঝঙ)। যদিও ওই জায়গায় এই অনুষ্ঠান করা নিয়ে হুনফুন গ্রামের তরফে তীব্র বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু সেই বিরোধিতা সত্ত্বেও, ছাত্র সংগঠনটি পরিচ্ছন্নতা অভিযান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আর তাতেই যত বিপত্তি। ঘটনায় যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে উখরুলে। ওই ঘটনার পর উখরুলে কারফিউ সহ বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি মোবাইল পরিষেবাও সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। উখরুলের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ডি. কামেই জানান, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি গ্রামের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির সম্ভাবনা রয়েছে এবং যার ফলে শান্তি ও শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। প্রশাসনের তরফে এক বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, 'এই ধরনের গোলযোগের ফলে শান্তি লঙ্ঘন হতে পারে এবং মানুষের জীবন ও সম্পত্তির জন্য বিপদ হতে পারে। ওই আদেশে এও বলা হয়েছে, স্থানীয় মানুষজনের বাড়ির বাইরে বেরোনো বা অন্য যেকোনো ধরনের কার্যকলাপ- যেটা জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিকে ব্যাহত করতে পারে। এই আশঙ্কা থেকে পরবর্তী আদেশ না আসা পর্যন্ত তাও সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এমন এক পরিস্থিতিতে উখরুল জেলার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর চেয়ে ১০ সেক্টর আসাম রাইফেলসের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেলকে চিঠি লিখেছেন মহকুমা শাসক ডি. কামেই।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৭১ সংখ্যা ০৪ অক্টোবর, ২০২৪ শুক্রবার ১৭ আশ্বিন, ১৪৩১

ভারতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে

ডিজিটাল কুম্ভ যাদুঘর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : উত্তর প্রদেশ সরকার প্রয়াগরাজে ডিজিটাল কুম্ভ যাদুঘর প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিচ্ছে। আগামী বছর মহাকুম্ভের আগে এই যাদুঘর নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। গণমাধ্যমকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী জয়বীর সিং।

মন্ত্রী জানান, পর্যটন বিভাগ এই যাদুঘরটি প্রতিষ্ঠা করবে যাতে ভক্তরা 'সমুদ্র মন্থন' ডিজিটালভাবে অনুভব করতে পারেন এবং কুম্ভ, মহাকুম্ভ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক স্থান সম্পর্কে জানতে পারেন। যাদুঘরটি প্রয়াগরাজের শিবালয়া পার্কের কাছে অরাইল রোডের নৈনিতে নির্মিত হবে। খবর ডেকান হেরাল্ডের।

যাদুঘরের ভবনটি ১০ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে থাকবে এবং একসাথে ২ থেকে আড়াই হাজার দর্শকের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ২১.৩৮ কোটি রুপি নির্ধারণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫ কোটি রুপি ইতোমধ্যে বরাদ্দ করা হয়েছে।

মন্ত্রী আরো জানান, যাদুঘরে সমুদ্র মন্থনের ১৪টি রত্ন প্রদর্শনের একটি গ্যালারি তৈরি করা হবে। এছাড়াও, প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভ, হারিদ্বার, নাসিক এবং উজ্জয়িনের কুম্ভ সম্পর্কিত তথ্যও এখানে থাকবে।

এদিকে, এই উদ্যোগটির মাধ্যমে প্রয়াগরাজের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ চলছে।

সম্পাদকীয়

বেশি চাঁদার প্রতিবাদ, পুজো উদ্যোক্তার চড়ে কান ফাটল

জুলুমের প্রতিবাদ করায় পুজো উদ্যোক্তার চড়ে কান ফাটল এক মাংস বিক্রেতার। অভিযোগ, নৈহাটির গৌরীপুর বাজারে যে দুর্গাপুজো হয়, তারই অন্যতম উদ্যোক্তা, স্থানীয় বাজার ব্যবসায়ী কমিটির সম্পাদক তথা এলাকারই একটি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অশোক সাউ সোমবার রাতে একটি মুরগির মাংসের দোকানিকে চাঁদা নিয়ে বচসার জেরে মারধর করেন।অভিযুক্ত পাল্টা দাবি করেছেন, "চাঁদা চাইতে গেলে গালিগালাজ শুনতে হয়েছিল। যা ঘটেছে তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়।" ব্যারাকপুর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "নতুন আইনে (ভারতীয় ন্যায়সংহিতা) প্রবীণ ব্যক্তিকে গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মকানুন বদলেছে। আমরা ঘটনাটি পর্যবেক্ষণে রেখেছি।"মারধরের সময়ে দীপক চক্রবর্তী নামে ওই দোকানির জামার কলার তাঁর মুঠোয় ধরা থাকায় টানাহেঁচড়ায় সেটি ছিঁড়ে যায়। দীপক মঙ্গলবার অভিযোগ করেন, "শিক্ষকসুলভ আচরণ অশোক করেননি। ক্ষমতার দম্ভে চাঁদার জুলুম করেন প্রতিবারই। এমনিতেই পূর্ত দফতরের নোটিসে ফুটপাতের দোকান তুলতে হয়েছে রাস্তা ও নিকাশির কাজের জন্য। পুজোর আগে বাজার খুব খারাপ। তার মধ্যে এক হাজার টাকা দাবি করা হয়। আপত্তি করায় জোটে হুমকিও।"

ওই মাংস বিক্রেতার পরিবারের আরও অভিযোগ, অভিযুক্ত শাসকদলের ছত্রচ্ছায়ায় থাকেন বলে হুমকি দিয়ে চাঁদা আদায় করেন। যে ভাবে দোকানে চড়াও হয়ে মারধর করা হয়েছে, তাতে আঘাত আর একটু বেশি হলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারত বলে অভিযোগ করেছেন আক্রান্তের স্ত্রী। এ দিন ঘটনাটি নৈহাটি থানায় ও স্থানীয় পুরপ্রতিনিধির কাছে জানিয়েছেন তাঁরা। নৈহাটি পুরসভার ন'নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে গৌরীপুর এলাকাটি। স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি, তৃণমূলের রুদ্রাণী বসুরায় বলেন, "আমরা খুবই বিচলিত এবং বিব্রত এই ধরনের ঘটনায়। দীপকদা দীর্ঘদিনের পরিচিত। তাঁর সঙ্গে অভিযুক্ত এমন আচরণ করবেন, ভাবতেও পারছি না। দলের ঊর্ধ্বতনদের জানিয়েছি। দলের মধ্যে থেকেও কিছু মানুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। এটা দুর্ভাগ্যের।"

আদ্যাশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

উদয় হচ্ছে।এদিকে অমাবস্যার পরবর্তী শুক্লপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথিতে ঋষি কাত্যায়ন ওই দেবীকে পুজো করেন। দশমীতে দেবী মহিষাসুর বধ করেন। সেই জন্য ওই দশমী তিথিকে বিজয়া দশমী বলা হয়।

তবে দুর্গা নামটি শুনলেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটা দেবীপ্রতিমা। তাঁর দশ হাতে দশ রকম অস্ত্র, এক পা সিংহের পিঠে, এক পা অসুরের কাঁধে। তাঁকে ঘিরে থাকেন গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী আর কার্তিক ঠাকুর। যাঁরা সেকেলে কেতায় ঠাকুর বানান, তাঁদের ঠাকুরের পেছনে চালচিত্রে আরও নানা রকম ঠাকুর দেবতার ছবিও আঁকা থাকে। আর যাঁরা আধুনিক, তাঁরা প্রতিমার মাথার ওপর একটি ক্যালেন্ডারের শিবঠাকুর ঝুলিয়ে রাখেন। মোটামুটি এই প্রতিমা বছরের পর বছর ধরে দেখে আমরা অভ্যস্ত।

বর্তমানে যে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, এই উৎসবকে অনেকে রামায়ণে বর্ণিত দুর্গাপূজার রূপ বলে মনে করেন। মা দুর্গার অকালবোধন এবং এর রামায়ণ যোগ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। অযোধ্যাপতি রাম ছিলেন ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার। ১৪ বছর বনবাসকালে তাঁর স্ত্রী সীতাকে দৈত্যরাজ রাবণ অপহরণ করেন। রাবণের কবল থেকে সীতাকে মুক্ত করার জন্য রাম দৈত্যরাজা বধ করার সিদ্ধান্ত নেন। ভগবান রামচন্দ্র রাবণের প্রাণনাশে সাফল্য অর্জনের জন্য দেবী দুর্গার কৃপা কামনা করেন ও সে জন্য তিনি আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার আরাধনা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

হাওড়ার অমরাগড়ী গ্রামে রায় পরিবারের তিন শতাব্দী প্রাচীন দূর্গোৎসব

অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া : নিউজ সারাদিন : গ্রামীণ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা বিধান সভার আমতা ২নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত অমরাগড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অমরাগড়ী গ্রামে রায় পরিবারের তিন শতাব্দী প্রাচীন দূর্গোৎসব সম্পর্কে জানার আগে এই পরিবারের শ্রী শ্রী গজলক্ষী মাতা স্টেট সম্পর্কে জানা দরকার। এই প্রসঙ্গে এই এস্টেটের বর্তমান সম্পাদক সৌরভ রায় বলেন, "এই এস্টেটটি গঠিত হয়েছিল বাংলার ১১২৬ বঙ্গাব্দের ১৫ ই বৈশাখ। বর্তমানে ৩০৫ বছরে পদার্পণ করেছে এই স্টেটটি। এই স্টেটের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গীয় শান্তি রায়।শান্তি রায় বাণিজ্য করতে বেড়িয়ে এই গ্রামে রাত্রী যাপনের জন্য নৌকার নোঙর বাঁধেন। সেই রাত্রে মা গজলক্ষী দেবী স্বর্গীয় শান্তি রায় কে স্বপ্না দেশ দিয়ে বলেন," আমাকে ছেড়ে চলে যাস না - তুই আমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর!" সেই স্বপ্না দেশ পেয়ে তিনি অমরাগড়ী গ্রামে বসবাস শুরু করেন।গ্রামবাসীদের নিয়ে গড়ে তোলেন শ্রী শ্রী গজলক্ষী মাতা এস্টেট। তিনি বাইরে থেকে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষজনদের এনে এই গ্রামে বসবাস করান এবং গ্রামটিকে একটি আদর্শ গ্রামে রূপান্তরিত করেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই এস্টেট একই নিয়মে চলে আসছে। এই স্টেটেটের বিভিন্ন পূজার্চনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১ লা বৈশাখ,রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দশহারা, শিবরাত্রির পূজা,মকর সংক্রান্তি,চাঁচড়,দোল উৎসব চৈত্র সংক্রান্তি, ঝাঁপ ও গাজন উৎসব। এছাড়াও নিত্যসেবা,শ্রী শ্রী গজলক্ষী মাতা দেবী ও তিনটি শিব মন্দিরের পূজা এখনও চলে আসছে। সেই সঙ্গে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব মহাপূজা দূর্গাপূজা চলে আসছে ধারাবাহিক ভাবে। এই স্টেটের বর্তমান সভাপতি নিশিথ রায়, সম্পাদক সৌরভ রায়, কোষাধ্যক্ষ তনয় রায় সহ চোদ্দো জন সদস্য - সদস্যা বৃন্দের দ্বারা দূর্গা পূজা সহ অন্যান্য উৎসব পরিচালিত হচ্ছে। অমরাগড়ী গ্রামের শ্রী শ্রী গজলক্ষী মাতা এস্টেটের দূর্গাপূজা এই বছর ৩০৫ তম বর্ষে পদার্পণ করেছে।এই পূজার বৈশিষ্ট্য একচালা প্রতিমা, চামুণ্ডা মূর্তি, মহালয়ার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ থেকে পূজা শুরু হয়ে যায়। দেবীর চন্ডীপাঠ, নিত্যদিনের সন্ধ্যারতির মাধ্যমে প্রতিপদের দিন থেকে পরিবারের দূর্গোৎসব পূর্ণমাত্রা এনে দেয়। কথিত আছে প্রায় ১৮২ বৎসর আগে এই পূজায় মহিষ বলি হত। বর্তমানে বলি বন্ধ।কারণ ১৮২ বৎসর আগে এই অমরাগড়ী এলাকাটি জল-জঙ্গল,পশুজন্তুদের বাসস্থান। শোনা যায়,এক বৎসর দূর্গা পূজার সন্ধিপূজার সময় ছিল রাত্রে।কামার মহিষ বলি দেওয়ার জন্য বাড়ি থেকে রাত্রে বেরিয়ে ছিল। রাস্তায় কামারকে হঠাৎ বাঘে ঘেরে।কামার বাঘের ভয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সামনের একটি গাছে উঠে পড়ে। অনেকক্ষণ কামার গাছে বসে আছে। এদিকে সন্ধিক্ষণের সন্ধিপূজার বলির সময় এগিয়ে আসছে।বাঘ গাছের নিচে থেকে সরছে না। এদিকে পূজা মন্ডপে সন্ধিপূজার ঘন্টা পড়ছে।তখন ও বাঘ গাছের নিচে থেকে সরছে না।তখন কামার উপায় না দেখে দেবীর নাম স্মরণ করে গাছ থেকে লাফ দিলে বাঘের ঘাড়ের উপর পড়ে। কামারের হাতে থাকা কাতানের আঘাতে বাঘের মন্ডুচ্ছেদ হয় ও সন্ধিপূজার ও বলি ওখানেই সমাপন ঘটে। সেই রাত্রে দেবী স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলেন," কিরে আমার বাহনকে মেরে ফেললি ? তোরা বলি বন্ধ কর " । সেই থেকেই বলি বন্ধ হয়ে গেছে। এই পূজার পঞ্চমীর দিন বাড়ির মেয়ে, গৃহবধূরা প্রায় ১,০০০ থেকে ১,৫০০ টি নারকেল নাড়ু তৈরি করেন। সপ্তমীর দিন নব পত্রিকাকে পালকির মত দুলিয়ে দুলিয়ে মন্ডপে প্রবেশ করানো হয়। অষ্টমীর দিন একই সময়ে সন্ধিপূজা, হোম, ধূনোপোড়া, আরতি,১০৮ টি প্রদীপ জ্বালানো হয়। পূজার নবমীর দিন সন্ধ্যেবেলায় লুচি ও দানাদার ভোগ সবাইকে বিতরণ করা হয়। এই পূজার আর ও একটি বৈশিষ্ট্য এই দূর্গা প্রতিমা দশমীর দিন দুপুর ১২ টার পর বিসর্জন হয়। এর কারণ ১৫২ বছর আগে এই রায় পরিবারের এক সদস্য দশমীর দিন দুপুর ১২ টার সময় মারা যান। সেই থেকেই অমরাগড়ী রায় পরিবারের দূর্গা প্রতিমা দুপুর ১২ টার পর বিসর্জন হয়ে আসছে। এই দূর্গা প্রতিমা বিসর্জন হয় মন্দিরের পাশের প্রতিষ্ঠা করা পুকুরে। অমরাগড়ী গ্রামে একটিই দূর্গাপূজা।এটি এখন আর রায় পরিবারের পূজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই।গ্রামের সবাই এসে প্রত্যহ পূজা দেন। পূজা মন্ডপে এসে ভিড় জমায়। একে অপরের খোঁজ খবর নেন। উৎসব মন্ডপকে মিলনস্থলে রুপ দেন।

সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পুনর্নির্মাণের সময় পুরনো মন্দিরের উপাদান ব্যবহৃত হয়েছিল। পরে অহোম রাজ্যের রাজারা এই মন্দিরটি আরও বড় করে তোলেন। অন্যান্য মন্দিরগুলি পরে নির্মিত হয়। জনশ্রুতি অনুসারে কোচবিহার রাজপরিবারকে দেবী কামাখ্যাই পূজার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। কোচবিহার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ভিন্ন এই মন্দির পরিচালনা কষ্টকর হয়ে ওঠে।

ক্রমশঃ

৩ পাতার পর

ধান্যকুড়িয়ার বল্লভ রাজবাড়ির দিঘির পাড়ে ঠাকুর - চাকরদের ঘরগুলি জঙ্গলে পরিণত হয়েছে

সৌন্দর্য এবং খোদাই করা জটিল স্থাপত্যে মনোমুগ্ধকর হতে হবে আপনাকে। সাদা ও সবুজ রঙে আঁকা এই বাড়িটি, অন্য সমসাময়িক রাজবাড়ির মতোই। এর সযত্নে রক্ষিত অভ্যন্তরীণ শোভা এবং স্তম্ভগুলির ফ্রেস্কো দেখতে এককথায় অসাধারণ। রাজবাড়ির করিডোরে ঝুলছে জমিদার পরিবারের বিশাল ছবি। যা একসময়ের রাজকীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে। রাজবাড়ির প্রথম তলা পর্যন্ত হেঁটে, ইতিহাসের বাতাসে মোড়ানো পরিবেশটি আপনি পুরোপুরি অনুভব করতে পারবেন। এই রাজবাড়ির প্রতিটি কোণায় সময় যেন স্থির হয়ে রয়েছে, একটি গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে। তবে দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে হইহুল্লোড়ের মধ্যে আর ঢাকের বাদ্যর কাঠির আওয়াজে সেই নিস্তব্ধতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।

যদিও গাইনে রাজবাড়ির নজর মিনারের মতো কোনো টাওয়ার নেই। তবুও বল্লভ রাজবাড়ির পুতুল বাড়ির পরিবেশ আলাদা মাত্রা বহন করে। এমন ঐতিহাসিক স্থাপনাগুলি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাওয়া আমাদের জীবনের বাস্তবতা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন আমরা আধুনিকতার দিকে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু ইতিহাস ভুলে গেলে চলবে না। কারণ অতীত ছাড়া বর্তমান বা ভবিষ্যৎ হয় না।ধান্যকুড়িয়ার বল্লভ বাড়ি প্রায় ২০০ বছর আগে শ্যামচরণ বল্লভ দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।এই প্রাসাদের প্রধান টাওয়ারে থাকা পুতুলগুলি বিশেষভাবে নজর কাড়ে ।যা পাশ্চাত্য ডিজাইনের ঘরানা। এই কারুকার্যে রেলিং গুলি সজ্জিত। প্রতি বছরের মত এবারেও দুর্গাপুজোর আগে রঙ করা হয় এই ধান্যকুড়িয়ার প্রাসাদটিকে ।চমৎকার লোহার গেট এবং সেখানে ব্রিটিশ স্থাপত্যের ছোঁয়া দেখা যায়। প্রাসাদটিতে সুন্দর করিন্থিয়ান স্তম্ভ রয়েছে এবং ভবনের সামনের অংশে দোতলার করিডরের ওপরে জটিল স্টুকো কাজ করা রয়েছে।ছাদের প্রতিটি কোণে ইউরোপীয় পোশাক পরিহিত মূর্তিগুলি আছে।

প্রবেশপথের ঠিক উপরে একটি স্টুকো ময়ূর রয়েছে। যার ওপরে একটি মূর্তি রয়েছে। যা রোমান্স সেন্টুরিয়ন কমান্ডারের মতো দেখতে অনেকটা। যার মাথায় মুকুটের মতো শিরোভূষণ আছে। এই মূল মূর্তির দুপাশে দুটি পুরুষ মূর্তি রয়েছে। যাদের প্রত্যেকের গোঁফ এবং পাগড়ি পরা রয়েছে।স্থাপত্যশৈলীটি সেই ব্রিটিশ শাসনের যুগে ব্রিটিশ লর্ডদের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রাসাদে কেউ বসবাস করে না বিশেষ। এই প্রাসাদ প্রমান বাড়িতে বর্তমানে একজন কেয়ারটেকার রয়েছেন । সেই কেয়ারটেকার এই প্রতিবেদককে জানান, তার বয়স যখন মাত্র আট বছর সে তখন তার বাবার হাত ধরে এই বাড়িতে এসেছিলেন। তার আগে তার বাবা এই বাড়ির কেয়ারটেকার (Caretaker) ছিলেন। একসময় এই বাড়ির ঠাকুর দালানে ত্রিপল খাটিয়ে প্রচুর মানুষকে খাওয়া দাওয়া করানো হতো। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে বসত যাত্রাপালার গান। বড় বড় হ্যাজাক আলো জ্বলতো। কালের নিয়মে সব বদলেছে। পুজো হয় নিয়ম মেনে। এখন উজ্জ্বল আলোয় সেজে ওঠে এই ঐতিহাসিক প্রাসাদ প্রমাণ বল্লভ বাড়িটি(Ballav House)। গ্রামের মানুষজনদের খাওয়া দাওয়া করানোর রেওয়াজ উঠে গিয়েছে। পুরনো ঘরানা ধরে রাখতে হয় দেবীর আরাধনা।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

মঞ্চ ছেড়ে দিলেন অঞ্জন দত্ত!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার নন্দিত সংগীতশিল্পী অঞ্জন দত্ত। দুই বাংলাতেই জনপ্রিয়তা রয়েছে তাঁর। তবে গানই শুধু নয়, তাঁর অভিনয়ের ভক্তও কম নয়। পাশাপাশি তাঁর নির্মাণের ভক্তও আছে। এসব ছাপিয়ে মঞ্চে রেখেছেন নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর। সত্তরের দশকের গোড়াতে অঞ্জন দত্তের শুরু হয়েছিল মঞ্চনাটক দিয়ে।

নিজেকে নাট্যাভিনেতা হিসেবে পরিচয় দিতেই বেশি পছন্দ করেন তিনি। সেই অঞ্জন দত্তই হঠাৎ বার্তা দিলেন শেষ নাটকের। ফেসবুকে নতুন নাটকের পোস্টার শেয়ার করে অঞ্জন দত্ত জানালেন, এটাই তাঁর শেষ নাটক।

উইলিয়াম শেকসপিয়ারের উপন্যাস 'কিং লিয়ার' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে অঞ্জন দত্ত লিখেছেন 'আরও একটা লিয়ার'। অঞ্জন জানিয়েছেন, আগামী নভেম্বরে মঞ্চে প্রদর্শিত হবে নাটকটি। এটিই হতে পারে তাঁর নাট্যজীবনের শেষ মঞ্চনাটক।

মঞ্চনাটককে বিদায় বলা প্রসঙ্গে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে অঞ্জন দত্ত বলেন, 'নভেম্বরে যখন নাটকটা করব, ৭১ বছর বয়স হয়ে যাবে। আমি নিজেকে শুধু পরিচালক হিসেবে দেখি না। নাটকে নিজে অভিনয় করি। ৭১ বছর বয়স হচ্ছে বলে যে আমি ছবি করা বন্ধ করছি, তা নয়। মঞ্চে দাঁড়িয়েই গানের শো করছি। কিন্তু নাটক করতে গেলে শারীরিক যে পরিশ্রম করতে হয়, সেটা আমি ৭১ বছর বয়সের পর পারব বলে মনে হচ্ছে না। তাই ভাবলাম, সিদ্ধান্তটা নিয়ে নিই।'

শেষ নাটক হিসেবে আরও একটা লিয়ারকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে অঞ্জন বলেন, 'আমার যে বয়স, নাটকে তার কাছাকাছি কোনো চরিত্র করতে পছন্দ করি। কম বয়সে চুল সাদা করে বেশি বয়সের চরিত্র করেছি এমন নয়। সেদিক থেকে এবার নাটকের চরিত্রটা আমার জন্য উপযুক্ত। আর শেষ নাটক যখন, তখন উইলিয়াম শেকসপিয়ারের ছোঁয়া থাকলে ভালো হবে, সেটিও মনে হলো।'

আরও একটা লিয়ার নাটক সম্পর্কে অঞ্জন দত্ত জানান, সমাজে দুর্নীতি ও ফ্যাসিজমের মধ্যে পড়ে মানুষ ছটফট করে। সেই ভাবনা শেকসপিয়ারের এই নাটকেও আছে। তাই নাটকটা যে পরিচালকের রাজনৈতিক বিশ্লেষণের প্রতিচ্ছবি হবে, সেটা আশা করা যায়।

বদলে যাওয়ার কারণ জানালেন বিপাশা বসু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিয়ের পর সংসারধর্ম পালন করতে গিয়ে নিজেকে অনেকটা গৃহবন্দি করে ফেলেছেন বিপাশা বসু। বলিউডের অ্যাওয়ার্ড ও সিনেমা প্রিমিয়ার অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে তারকাদের ঘরোয়া আয়োজনে খুব একটা দেখা মেলে না এই অভিনেত্রীর। মাতৃত্বের স্বাদ পাওয়ার পর রীতিমতো অন্তরালেই চলে গেছেন বলা যায়। যে কারণে আজকাল অভিনেত্রীর সতীর্থরা অনুযোগে বলেন, 'বিপাশা অনেকটাই বদলে গেছেন।'

তাদের এই কথা যে মিথ্যা নয়, তা স্বীকার করেছেন বিপাশা নিজেও। পাশাপাশি চমকে দিয়েছেন, এটা বলেও 'প্রেমই আমাকে বদলে দিয়েছে।' তাঁর মুখে এ কথা শোনার পর বলিউড বাসিন্দা থেকে নেটিজেন অনেকেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন তাঁর বদলে যাওয়ার রহস্যটা জানতে। সেটি বুঝতে পেরে বিপাশা নিজেই খোলাসা করেছেন ধাপে ধাপে তাঁর বদলে যাওয়ার ইতিহাস।

সম্প্রতি একটি থ্রোব্যাক ভিডিওতে তিনি বলেছেন, 'নিজেকে বদলে ফেলার শুরু সেই কৈশোরে, যখন আমি স্কুলে পড়ি। একদিন আমি স্কুল থেকে ফিরে মাকে বললাম, আমি প্রেমে পড়েছি। এ কথা শোনার পর মা বজ্রাহতের মতো এক সেকেন্ডও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি; বিছানায় বসে পড়ে মুহূর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সেদিনের পর পোশাক-পরিচ্ছদও বদলে ফেলছিলাম। সালোয়ার-কামিজ আর কুর্তা পরা শুরু করার ছাড়াও খাবার-দাবারের তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলেছিলাম সবরকম আমিষ জাতীয় খাবার। এ সবই করেছিলাম প্রেমিকের পছন্দ বলে। এরপর বাড়ির সদস্যদের সরাসরি জানিয়ে দিয়েছিলাম, তাঁকেই বিয়ে করব যার প্রেমে পড়েছি। যদিও ভালোবাসায় খাদ ছিল না, তারপর তা টেকেনি মুম্বাই চলে আসার কারণে। সত্যি এটাই, আমি যখন প্রেম পড়েছি, তখন হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা থাকে প্রিয় মানুষটির জন্য। কিন্তু সেটা অনেকেই বোঝেননি। যারা আজকের বদলে যাওয়া নিয়ে নানা কথা বলেন, তারা আসলেই বুঝবেন না সত্যিকারের প্রেম কীভাবে মানুষকে বদলে দেয়।'

প্রসঙ্গত, মুম্বাইয়ে পাড়ি জমানোর পর আরও কয়েকবার প্রেম এসেছে বিপাশা বসুর জীবনে। ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত অভিনেতা ডিনো মারিওর সঙ্গে সম্পর্কের জালে বাঁধা পড়েছিলেন। সেই সম্পর্কের সুতো ছিঁড়ে গিয়েছিল। এরপর ২০০২ সালে 'জসম' সিনেমার শুটিং চলাকালীন, অভিনেতা জন আব্রাহামের সঙ্গে শুরুতে হয় তাঁর ডেটিং পর্ব। টানা ৯ বছর প্রেম করার পরও ২০১১ সালে সম্পর্কোচ্ছেদ হয় তাদের।

পরবর্তী সময়ে 'নো-অ্যান্ট্রি' খ্যাত অভিনেত্রী অভিনেতা হারমান বাওয়াজোর সঙ্গে ডেট করলেও ২০১৪ সালে তাদের বিচ্ছেদ ঘটে। সর্বশেষ 'অ্যালন' সিনেমার শুটিং করতে গিয়ে প্রেমে পড়েন অভিনেতা করণ সিং গ্রোভারের। এরপর আর বিচ্ছেদ নয়, প্রেম থেকে পরিণয়ের পথে হাঁটা শুরু করেন করণ ও বিপাশা। ২০১৬ সালে বিয়ের পিঁড়িতে বসার মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাদের নতুন অধ্যায়। ২০২২ সালে এই জুটির ঘর আলো করে পৃথিবীতে আসে তাদের কন্যা দেবী বসুসিং গ্রোভার।

'ধুম ৪'-এ খল চরিত্রে রণবীর!

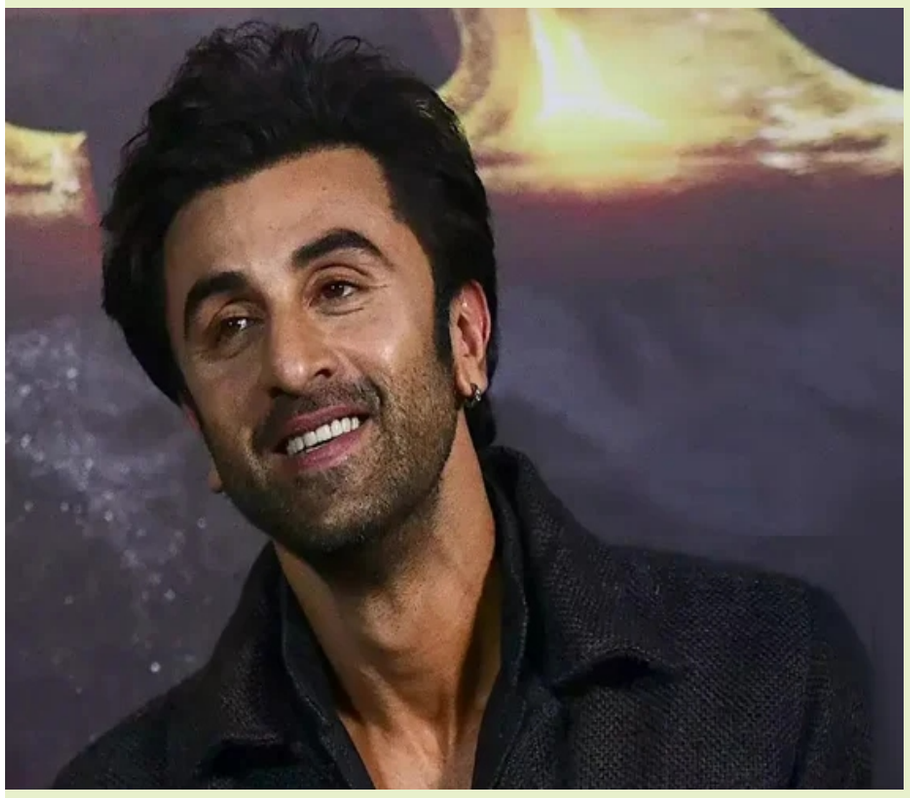

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লাগাতার ফ্লপের পর 'অ্যানিম্যাল' সিনেমা দিয়ে রণবীর কাপুরের বৃহস্পতি তুঙ্গে! একের পর এক বিগ বাজেট প্রজেক্টের মুখ তিনি। নীতেশ তিওয়ারির মেগাবাজেট 'রামায়ণ'-এ রামের ভূমিকায় রণবীরের ফাঁস হওয়া লুক ইতিমধ্যেই সাড়া ফেলে দিয়েছে। রঘুনন্দন হওয়ার জন্য অবশ্য কম কসরত করেননি তিনি।

শনিবার রণবীর কাপুরের ৪২তম জন্মদিনে আরও চমক! 'ধুম' ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় থাকছেন রণবীর কাপুর।

মাসখানেক ধরেই শোনা যাচ্ছে, বহুল চর্চিত ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ধুম'র চতুর্থ পর্বের প্রস্তুতি তুঙ্গে। এই ছবি নিয়ে বলিউডের অন্দরেও কৌতূহলের অন্ত নেই। মুখ্য চরিত্রে কোন সুপারস্টারকে এবার তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করবে যশরাজ ফিল্মস? সেটাই দেখার অপেক্ষায় দর্শক অনুরাগীরা। এর আগে শাহরুখ খানের পাঠান, জাওয়ান পারফরম্যান্স দেখে কিং খানকে কাস্ট করার কথা শোনা গিয়েছিল। তারপর সেই তালিকায় দক্ষিণী সুপারস্টার সূর্যর নামও শোনা যায়। তবে রণবীর কাপুরের জন্মদিনেই সত্যিটা প্রকাশ হল।

বলিউড মাধ্যম সূত্রে খবর, প্রযোজক আদিত্য চোপড়ার সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরেই আলোচনা চলছে রণবীরের। 'ধুম ৪'-এর প্রাথমিক গল্প শুনে কাপুরনন্দন নিজে থেকেই অভিনয় করার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলেন। প্রযোজক আদিত্য চোপড়ারও এক্ষেত্রে পয়লা পছন্দ রণবীর কাপুর। 'ধুম' সিরিজের ছবিতে খল চরিত্রদের কেন্দ্র করে দর্শকের সবসময়েই বাড়তি কৌতূহল থাকে। এর আগে সেই একই চেয়ারে বসে বক্স অফিস কাঁপাতে দেখা গিয়েছে জন আব্রাহাম, হৃতিক রোশন, আমির খানদের। এবার সেই ব্লক ব্লাস্টার সিনেমার লিগ্যাসি বহন করবেন রণবীর কাপুর। তবে এত চমকের মাঝে একটা দুঃসংবাদও রয়েছে! এবারের সিনেমায় পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় আর অভিষেক বচ্চনকে দেখা যাবে না। উদয় চোপড়া আগেই অভিনয় থেকে নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছেন।

শোনা যাচ্ছে, পরিবর্তে দুই পুলিশ অফিসারের চরিত্রের জন্য যশরাজ ফিল্মসের তরফে প্রস্তাব গিয়েছে বলিউডের নবীন প্রজন্মের দুই জনপ্রিয় অভিনেতার কাছে। যশরাজের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি 'ধুম'-এর যাত্রা শুরু হয় ২০০৪ সালে।

'অভিনেত্রী হতে চাইলে বিছানায় যেতে হবে'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সে ব্যক্তি যেখানে চেয়েছে আমার শরীরের সেখানেই হাত দিয়েছে। সে যেখানেই চেয়েছে আমার শরীরের সেখানেই চুমু খেয়েছে। সে আমার জামার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিল। আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। আমি তাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম। তখন সে বললো, তোমার মনোভাব যদি এ রকম হয়, তাহলে তুমি এখানকার জন্য উপযুক্ত না। বলিউডে নায়িকা হওয়ার আশায় অভিনয় করতে এসেই এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন এক তরুণী। বলিউডে নায়িকা হওয়ার ইচ্ছা নিয়ে ভারতের একটি ছোট গ্রাম থেকে শহরে আসে মেয়েটি। অভিনেত্রী হতে চাইলে তোমাকে বিছানায় যেতে হবে, শারীরিক সম্পর্ক করতে হবে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সে অভিনেত্রী বলেন। সিনেমার শিল্পী নিয়োগ করে এমন একজন এজেন্ট তাকে যৌন নিপীড়ন করেছে। ভারতে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন অভিনেত্রী ঊষা জাদভ। সিনেমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক ব্যক্তি তাকে সরাসরি যৌন সম্পর্কের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তুমি যদি এ ভূমিকা পেতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে শুতে হবে। আমাকে এমন কথা বলা হয়েছিল, ঊষা জাদভ বিবিসিকে বলেন।

বলিউডে নায়িকাদের যৌন হয়রানির বিষয়ে এরইমধ্যে কিছু নায়িকা কথা বলেছেন। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে আরো অনেকের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকলেও তারা মুখ খুলতে চান না। এর কারণ কী? কেন তারা এসব মুখ বুজে সহ্য করছেন? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সে অভিনেত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, এ ধরনের ঘটনা তিনি কেন প্রকাশ করলেন না? এমন প্রশ্নের জবাবে সে অভিনেত্রী বলেন, কেউ যদি এসব কথা বলে তাহলে সবাই মেয়েটিকে দোষ দিয়ে বলবে মেয়েটি প্রচারণা চায়। বলবে মেয়েটির কোন মেধা নেই এবং সে টাকা উপার্জন করতে চায়। বলিউডে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বেশ সোচ্চার রাধিকা আপ্তে।

তিনি বলেন, অনেকেই ভয় পায়। কারণ এখানে কিছু ব্যক্তি এতো ক্ষমতাধর যে তাদের সৃষ্টিকর্তার মতো মনে করা হয়। অনেকে মনে করেন, যৌন হয়রানির বিষয়গুলো নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বললে তাদের ক্যারিয়ার নষ্ট হবে। রাধিকা আপ্তে মনে করেন, হলিউডে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সেখানকার নারী-পুরুষ সবাই যেভাবে একত্রিত হয়েছে সেটি বলিউডেও দরকার। বলিউডের সুপরিচিত অভিনেতা ফারহান খান বলেন, "এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা। আশা করি এটার পরিবর্তন হবে। ফারহান খান মনে করেন, বলিউডে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে মেয়েরা যেভাবে মুখ খুলেছে তাদের অপরাধীরা লজ্জার মধ্যে পড়েছে। এতে করে অনেকের মাঝে ভয় তৈরি হবে বলে তাঁর ধারণা।

প্রথম দিনে 'দেভারা'র আয় ১৩৫ কোটি টাকা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় তারকা জুনিয়র এনটিআর অভিনীত সিনেমা 'দেভারা'। ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বজুড়ে মুক্তি পেয়েছে এটি। আর মুক্তি পেয়েই রীতিমত বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে সিনেমাটি।

বলিউড মুভি রিভিউজ বলছে, মুক্তির প্রথম দিনে বক্স অফিসে বিশ্বব্যাপী ১৩৫ কোটি টাকা আয় করেছে ছবিটি। যার ভেতর শুধু মাত্র ভারতেই ৭৬ কোটি টাকা আয় করেছে!

এরমধ্যে তেলুগু থেকে ৬৮.৬ কোটি, হিন্দি ৭ কোটি, কন্নড় থেকে ৩০ লক্ষ টাকা, তামিল থেকে ৮০ লক্ষ টাকা এবং মালায়ালম থেকে ৩০ লক্ষ টাকা আয় করেছে। মুক্তির প্রথম দিনে 'দেভারা'র মূল আয়ই ছিল তেলুগু ইন্ডাস্ট্রি থেকে। যেখান থেকে প্রায় ৭৯.৫৬% আয় করেছে ছবিটি।

ছবিতে জুনিয়র এনটিআরের অভিনয় সত্যিই প্রশংসনীয়। তবে পরিচালক কোরাতলা শিভা চিত্রনাট্যের ফাঁকফোকর ভরাট করতে পুরোপুরি মন না দিলেও অভিনেতা সেই কাজটি করে ফেলেছেন। বিশেষ করে আয়ুধা পূজা গানে এবং একটি বিয়ের দৃশ্যে অভিনেতার অভিনয় ব্যাপক প্রশংসনীয় হয়েছে। তবে ছবিতে দ্বৈত চরিত্রে থাকা বাবা-ছেলের চরিত্রে অভিনয় করার ক্ষেত্রে, ছেলের চরিত্রে এনটিআর এর অভিনয়ে কিছুটা খামতি ছিল।

এনটিআর ছাড়াও ভৈরার চরিত্রে দর্শকদের আকর্ষণ কেড়েছে সাইফ আলী খান। খলনায়কে চরিত্রে ছবিতে অনেকটাই উতরে গেছেন এই তারকা। এছাড়াও জাহ্নবীকে দেখা গেছে জুনিয়র এনটিআরের প্রেমিকার চরিত্রে। দক্ষিনী ছবিতে অভিষেকের ক্ষেত্রে তিনিও বেশ ভালো করেছেন। তবে সব কিছুর পরেও সিনেপ্রেমীরা বলছেন, গল্পটা আরও ভালো হতে পারতো।

এনটিআর আর্টস এবং যুবসুধা আর্টসের ব্যানারে কোসারাজু হরি কৃষ্ণ ও সুধাকর মিক্কিলিনেনি ছবিটি প্রযোজনা করেছেন। হিন্দি ছাড়াও তামিল, তেলেগু, কন্নড় ও মালায়ালাম ভাষায় মুক্তি পেয়েছে এই ছবিটি।

নেইমারের জন্য ধৈর্য ধরতে বলে দল ঘোষণা ব্রাজিলের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চিলি ও পেরুর বিপক্ষে ম্যাচের জন্য ব্রাজিলের দল ঘোষণা করেছেন কোচ দরিভাল জুনিয়র। ২৩ সদস্যের ঘোষিত দলে প্রথমবারের মতো ডাক পেয়েছেন দেশটির স্থানীয় ক্লাব বোতাফোগোতে খেলা স্ট্রাইকার ইগর জেসুস ও ফরাসি ক্লাব লিয়নের ডিফেন্ডার আবনার। এ ছাড়া আসন্ন দুই ম্যাচের জন্য দলে ফিরেছেন ফরোয়ার্ড রাফিনিয়া ও গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি এবং ডিফেন্ডার ব্রেমার ও ভেন্ডারসন।

এদিকে ইনজুরির কারণে দলে ফিরতে দেরি হচ্ছে ব্রাজিল তারকা নেইমারের। এক বছর ধরে মাঠের বাইরে থাকা নেইমার কবে নাগাদ তিনি মাঠে ফিরবেন তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। সমর্থকরা যখন নেইমারের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে তখন নেইমারের জন্য সবাইকে ধৈর্য্য ধরার আহ্বান জানালেন ব্রাজিল কোচ দরিভাল জুনিয়র।

নেইমারের ফেরা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমরা জানি সে (নেইমার) আমাদের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তার অপেক্ষায় আছি। আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। সে অক্টোবর, নভেম্বর বা ফেব্রুয়ারিতে ফিরবে কি না, সেটা কোনো ব্যাপার না। তাকে আত্মবিশ্বাসী এবং পুরোপুরি ফিট হতে হবে।'

আগামী ১১ অক্টোবর বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে সকাল ৬টায় ব্রাজিল চিলির মুখোমুখি হবে। ম্যাচটি হবে চিলির সান্তিয়াগো ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে। ১৬ অক্টোবর সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে ব্রাজিল পরের ম্যাচটি খেলবে ঘরের মাঠ মানে গারিঞ্চা ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে, প্রতিপক্ষ পেরু।

সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত চিলি ও ব্রাজিল মুখোমুখি হয়েছে ১৭ বার। তার মধ্যে ব্রাজিল জিতেছে ১৩ ম্যাচে, ৩ ম্যাচ ড্র ও এক ম্যাচে জিতেছে চিলি। অপরদিকে, ব্রাজিল ও পেরু মুখোমুখি হয়েছে ১৬ বার। সেলেসাওরা জিতেছে ১২টি ম্যাচ, পেরুর জয় দুই ম্যাচে, বাকি দুই ম্যাচ ড্র হয়েছে।

লাতিন অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বর্তমানে ব্রাজিলের অবস্থান পাঁচে। ৮ ম্যাচে তিন জয়, এক ড্র এবং চারটি হার নিয়ে তাদের পয়েন্ট মাত্র ১০। সমান ম্যাচে এক পয়েন্ট বেশি নিয়ে তাদের ওপরের স্থান ইকুয়েডরের। এ ছাড়া ১৮ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে আর্জেন্টিনা, ১৬ পয়েন্ট নিয়ে কলম্বিয়া দুইয়ে এবং ১৫ পয়েন্ট নিয়ে উরুগুয়ে তিনে অবস্থান করছে।

ব্রাজিলের ২৩ সদস্যের স্কোয়াড:

গোলরক্ষক : অ্যালিসন বেকার, বেন্তো ম্যাথিউস ও এডারসন মোরায়েস

ডিফেন্ডার : দানিলো, ভেন্ডারসন, আবনার, গুইলার্মে অ্যারানা, ব্রেমার, এডার মিলিটাও, গ্যাব্রিয়েল মাগালায়েস ও মার্কিনিয়োস

মিডফিল্ডার : আন্দ্রে, ব্রুনো গুইমারেস, গার্সন, লুকাস পাকেতা ও রদ্রিগো গোয়েস

ফরোয়ার্ড : এন্ড্রিক, ইগর জেসুস, গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি, লুইস হেনরিক, রাফিনিয়া, স্যাভিনিও ও ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

মেসির গোলে হার এড়াল মায়ামি

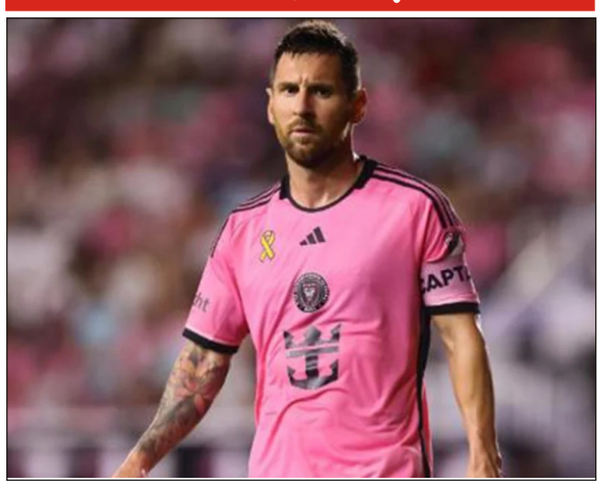

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কঠিন সময় পার করছে ইন্টার মায়ামি। শার্লটের বিপক্ষে হারতেই বসেছিল। কিন্তু লিওনেল মেসি ত্রাতা হয়ে মান বাঁচান দলের। ইন্টার মায়ামি পায় এক পয়েন্ট।

২৯ সেপ্টেম্বর শার্লটের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র করেছে ইন্টার মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধে পিছিয়ে পড়ার পর মেসির গোলে ড্র করতে সক্ষম হয় তারা। এ নিয়ে শেষ তিন ম্যাচে জয়হীন ডেভিড বেকহ্যামের দল, তিন ম্যাচেই ড্র করেছে তারা।

শার্লটের বিপক্ষে শক্তিশালী একাদশই সাজিয়েছিলেন টানা মার্টিনো। আক্রমণে ছিলেন লুইস সুয়ারেজ, লিওনেল মেসি। রক্ষণে বুসকেটস ও জর্দি আলবাদের মতো অভিজ্ঞরা। তবুও প্রত্যাশিত ফল পায়নি দল। গোলশূন্য বিরতির পর দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল হয়। ব্রানডট ব্রোনিকোর শটে পা লাগিয়ে জালের দেখা পান কারোল সুইডারস্কি।

৬৩ মিনিটে একবার পরাস্ত হন মেসি। ২ মিনিট পর আবার তাকে ঠেকিয়ে দেন শার্লট গোলরক্ষক। কিন্তু ৬৭ মিনিটে ঠিকই জাল খুঁজে নেন আর্জেন্টাইন তারকা। পোস্টের কোণা বরাবর দূরপাল্লার শটে গোল করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত ড্রই করে ইন্টার মায়ামি।

এ ড্রয়ের ফলে ইস্টার্ন কনফারেন্স লিগে ৩১ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে সবার শীর্ষে ইন্টার মায়ামি। শার্লট ৪২ পয়েন্ট নিয়ে রয়েছে টেবিলের সাতনম্বরে।

বাংলাদেশ সিরিজের জন্য
টি-টোয়েন্টি দল ঘোষণা ভারতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচ টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে ভারত। ঘোষিত ১৫ সদস্যের স্কোয়াডে সূর্যকুমার যাদব দলকে নেতৃত্ব দেবেন। এই সিরিজে অভিজ্ঞ পেসার জাসপ্রিত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে।

সর্বশেষ শ্রীলঙ্কা সিরিজের দল থেকে ছয়টি পরিবর্তন এনেছে বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়া (বিসিসিআই)। জয়সওয়াল ও শুভমান গিলকে দলে রাখা হয়নি। এ ছাড়া অভিজ্ঞ উইকেটকিপার ব্যাটার ঋষভ পান্ত-ও নেই।

বোলিংয়েও বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। লঙ্কান সিরিজে খেলা অক্ষর প্যাটেল, খলিল আহমেদ ও মোহাম্মদ সিরাজকে দলে রাখা হয়নি।

কানপুর টেস্টের পরই টি-টোয়েন্টি সিরিজে বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে টিম ইন্ডিয়া। আগামী ৬ অক্টোবর গোয়ালিয়রে শুরু হবে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। এ ছাড়া ৯ অক্টোবর দিল্লিতে এবং ১২ অক্টোবর হায়দরাবাদে বাকি ম্যাচ দুটি হবে।

ভারত টি-টোয়েন্টি দল: সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, সাঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), রিঙ্কু সিং, হার্দিক পান্ডিয়া, রিয়ান পরাগ, নীতিশ কুমার রেড্ডি, শিবাম দুবে, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণুই, বরুণ চক্রবর্তী, জিতেশ শর্মা (উইকেটরক্ষক), আর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, মায়াঙ্ক যাদব।

নিউক্যাসলের মাঠে সিটির হোঁচট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ক্রোয়েশিয়ার তরুণ ডিফেন্ডার জোসকো ভার্দিওলের গোলে প্রথমার্ধে এগিয়ে গিয়েও ব্যবধান ধরে রাখতে পারল না ম্যানচেস্টার সিটি। ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের রুখে দিয়ে এক পয়েন্ট আদায় করে দিল নিউক্যাসল ইউনাইটেড।

নিউক্যাসলের সেন্ট জেমস পার্কে শনিবার দুই দলের মধ্যকার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়। স্পটকিক থেকে সমতাসূচক গোলটি করেন অ্যান্থনি গর্ডোন।

এ নিয়ে লিগে টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট হারালো সিটি। আগের ম্যাচে ঘরের মাঠে তারা ২-২ ড্র করেছিল আর্সেনালের বিপক্ষে।

সব মিলিয়ে ৬ ম্যাচে ৪ জয় ও ২ ড্রয়ে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষেই আছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। এক ম্যাচ কম খেলে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে লিভারপুল। একই পয়েন্ট নিয়ে গোল ব্যবধানে পিছিয়ে তিনে অ্যাস্টন ভিলা।

ম্যাচে ৬৩ শতাংশ বলের দখল রেখে ১৬টি শটের ৬টি লক্ষ্যে রাখতে পারে সিটি। বিপরীতে ১১ শটের ৪টি লক্ষ্যে রাখতে সক্ষম হয় নিউক্যাসল।

ম্যাচের ৩৫তম মিনিটে জ্যাক গ্রিলিশের লে-অফ দারুণভাবে জালে জড়ান জোসকো। চোটে মৌসুম শেষ হয়ে যাওয়া রদ্রি এবং আগে থেকেই চোটে দলের বাইরে থাকা কেভিনো ডি ব্রুইনার অভাব খুব একটা বুঝতে দেননি কোভাচিস ও রিকো লুইস।

তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে নিউক্যাসলের দারুণ এক স্পেলে পয়েন্ট হারায় তারা। ম্যাচের ৫৮তম মিনিটে গোলরক্ষক এদেরসন ফাউল করেন গর্ডোনকে। পেনাল্টি পেয়ে সমতা ফেরাতে ভুল করেননি এই তরুণ ইংলিশ ফরোয়ার্ড।

এরপরও এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল সিটি। কিন্তু সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ইলকাই গিনদোয়ান। জয় পেতে মরিয়া আক্রমণ চালায় নিউক্যাসলও। কিন্তু জালের দেখা পায়নি তারাও। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মাঠ ছাড়ে দুই দল।

সিটিকে টপকে সবার উপরে লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ম্যানসিটির টানা দুটি ড্রয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের শীর্ষ দল হওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেনি লিভারপুল। উলভসের মাঠে জয় পেয়েছে তাতে আর্সেনাল ও ম্যানসিটিকে টপকে টেবিলের এক নম্বর দল এখন তারা

উলভারহ্যাম্পটনকে ২-১ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগ পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে লিভারপুল। মৌসুমের দ্বিতীয় রাউন্ড থেকে এক নম্বরে থাকা সিটি দুইয়ে নামল ষষ্ঠ রাউন্ডে এসে।

প্রথম পাঁচ ম্যাচের চারটিতেই হেরে যাওয়া উলসের বিপক্ষে অবশ্য সহজে জেতেনি লিভারপুল। ম্যাচে প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ইবরাহিম কোনাতের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল স্লটের দল। তবে বিরতির পর ম্যাচের ৫৬ মিনিটে ম্যাচে সমতা নিয়ে আসে উলভস। লিভারপুল রক্ষণের দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ১১ স্কোরলাইনের গোলটি করেন রায়ান আইত নুরি

পাঁচ মিনিট পর মলিনক্সের উদযাপনে মাতা দর্শকদের নিস্তব্ধ করে দেন মোহাম্মদ সালাহ। জোতাকে নেলসন সেমেদো ফাউল করলে পেনাল্টি পায় লিভারপুল। মিশরীয় ফরোয়ার্ড পেনাল্টি থেকে জাল কাঁপাতে ভুল করেননি।

৭৯ মিনিটে তৃতীয় গোলের ভালো সুযোগ তৈরি করেছিলেন কার্টিস জোনস। তবে উলভস গোলকিপার স্যাম জনস্টোনের কারণে সেটি আর সফল হয়নি।

৬ ম্যাচ ৫ জয় ও ১ হারে লিভারপুলের পয়েন্ট ১৫। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে নেমে যাওয়া ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্সেনালের পয়েন্ট ১৪ করে। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে চেলসি।

সাত ম্যাচ পর হারের মুখ দেখলো বার্সেলোনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টানা ৭ লিগ ম্যাচ জিতে রীতিমতো উড়ছিল বার্সেলোনা। হ্যান্সি ফ্লিকের অধীনে শনিবার রাতে ওসাসুনার বিপক্ষে অষ্টম ম্যাচটি জিতলে নতুন একটি রেকর্ডেও নাম লেখাতেন ফ্লিক। জেরার্ডো মার্টিনোর সঙ্গে যৌথভাবে লা লিগায় বার্সার হয়ে নিজের প্রথম ৮ ম্যাচ জেতার কীর্তি গড়তেন জার্মান এই কোচ। কিন্তু ফ্লিকের সেই আশা পূরণ হয়নি। উল্টো ওসাসুনার বিপক্ষে ৪-২ গোলে হেরেই গেছে বার্সা।

এল সাদার স্টেডিয়ামে ম্যাচের অষ্টম মিনিটে গোল পেয়ে যায় ওসাসুনা। বাঁ থেকে আক্রমণে উঠে কর্নার স্পটের কাছে থেকে ক্রস দেন ব্রায়ান সারাগোসা। তা থেকে হেডে আসল ঠিকানা খুঁজে নেন আন্তে বুদিমির। ১০ মিনিট পর দ্বিতীয় গোল হজম করে বার্সেলোনা। পাবলো ইবানেসের পাসে বক্সে ঢুকে দলকে ২-০ তে এগিয়ে দেন সারাগোসা। প্রথমার্ধে আর লড়াই করতে পারেনি বার্সা।

৫৩ মিনিটে বার্সাকে ম্যাচে ফেরানোর স্বপ্ন দেখিয়ে গোল করে ব্যবধান ২-১ করেন পাও ভিক্টর। তবে ৭২ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে ওসাসুনার হয়ে ব্যবধান ৩-১ করেন আন্তে বুদিমির। এরপর ৮৫ মিনিটে আরও এক গোল করে বার্সার বড় হার নিশ্চিত করে ওসাসুনা। শেষ দিকে বদলি নামা ইয়ামালের সান্ত্বনার গোলে ব্যবধান কমায় বার্সা।

এই হারের পরও অবশ্য শীর্ষে স্থান ধরে রেখেছে বার্সা। তবে ৮ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ২১। অন্য দিকে দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ৭ ম্যাচে ১৭। আজ রাতে মাদ্রিদ ডার্বিতে আতলেতিকো মাদ্রিদকে হারাতে পারলে পয়েন্ট ব্যবধান একে নামিয়ে আনতে পারবে মাদ্রিদের ক্লাবটি।

টানা দুই ম্যাচ জিতে
সিরিজে সমতায় ফিরল ইংল্যান্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথম দুই ম্যাচে হারের পর টানা দুই ম্যাচ জিতে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজে সমতায় ফিরল ইংল্যান্ড। লর্ডসে চতুর্থ ওয়ানডেতে অজিদের ১৮৬ রানের ব্যবধানে হারিয়েছে ইংলিশরা।

বৃষ্টির কারণে ৩৯ ওভারে নেমে আসা ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৫ উইকেটে ৩১২ রান তোলে ইংল্যান্ড। ২৫ বলে ফিফটি তুলে নেওয়া লিয়াম লিভিংস্টোন খেলেন ৭ বলে ৬২ রানের অপরাজিত ইনিংস। এটিই লর্ডসে ওয়ানডেতে দ্রুততম ফিফটি। এর আগে ৫৮ বলে ৮৭ রানের ইনিংস খেলেন ব্রুক এবং ওপেনার ডাকেটের ব্যাট থেকে আসে ৬২ বলে ৬৩ রান।

জবাবে ট্রাভিস হেড ও মিচেল মার্শের ওপেনিং জুটিতে ভালোই শুরু পায় অস্ট্রেলিয়া।

এর পর আর কেউ দাঁড়াতে পারেনি। ১২৬ রানে অলআউট হয়ে ১৮৬ রানের ব্যবধানে হার মেনেছে মিচেল মার্শের দল। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ধস নামিয়েছেন ম্যাথু পটস-ব্রাইডন কার্সরা। ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে ৪ উইকেট নেন পটস ও তিন উইকেট নেন কার্স। দুটি উইকেট শিকার করেন জফরা আর্চার।

স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR